आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

শান্তিনিকেতন - 731235
SANTINIKETAN - 731235
জি.বীরভূম, পশ্চিম বংগাল, ভারত
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____ दिनांक/Date._____

দ্বিতীয় বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে–

২৬ জুন ২০২০

আমার এই বার্তালাপ এবং আগের বার্তালাপটি আদৌ 'আত্মরক্ষামূলক' নয়, কিংবা উপাচার্য হিসেবে আমার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তা এড়িয়ে যাবার কোনও ছল নয়। কাউকে দোষারোপ করা এই বার্তাসমূহের উদ্দেশ্য নয়; বরং যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্ব ও বিকাশের উৎস, তার সঙ্গে পারস্পরিক আত্মিকতার বোধ জাগিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। আমার বার্তালাপের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আত্মদর্শনের আহ্বান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, সেই মহতী প্রতিষ্ঠানের মহান উত্তরাধিকার আমাদের জীবনে ও কর্মে আমরা বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারছি কি না সে প্রশ্ন তোলা আজ অত্যন্ত জরুরি।

১। এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই গৌরবান্বিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অনেকগুলো সমস্যাই সহজে মিটিয়ে ফেলা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দের অংশীদার ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যই আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন।

২। আমাদের সমস্যার আরও কিছু ক্ষেত্র আছে যা তৎক্ষণাৎ সমাধান করা যায় না, কারণ সেগুলির সমাধানের জন্য (আর্থিক সহযোগিতাসহ) ইউজিসি, মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বর্তী নানা প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনা পর্ষদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

৩। একথা সবাই জানেন যে বিশ্বভারতী একটা প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয় নয়। এর স্বরূপধর্মের মধ্যে রয়েছে একদিকে শিক্ষণপদ্ধতির নিজস্বতা, অন্যদিকে রয়েছে বিশ্বের মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপুল গরিমাময় ধারার সংশ্লেষণ ও সমন্বয়। এইজন্যই আমরা নিয়মিত উপাসনা মন্দির, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বৈতালিক, মাঘোৎসব, মাঘমেলা, কৃষিকর্মের সূচনায় হলকর্ষণ, গাছ লাগানোর জন্য বৃক্ষরোপণ উৎসব, পৌষ-উৎসব, বসন্তোৎসব, প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের জন্মদিনে পঁচিশে বৈশাখ, প্রয়াণদিনে বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্যতার বলিষ্ঠ সাক্ষ্য। এখন আমি যদি খুব সোজাসুজি একটা প্রশ্ন তুলি— এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অন্তর্গত প্রায় ১৫০০০ সদস্য (শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ইত্যাদি মিলিয়ে)-এর মধ্যে আমরা ক'জন এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিই? শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী এবং আশ্রমিকরাই বা ক'জন যোগ দেন? সততার সঙ্গে খতিয়ে দেখলে একটা দুর্ভাগ্যজনক সত্যই তাতে বেরিয়ে আসবে!

৪। প্রতিষ্ঠানের যাঁরা ভালমন্দের অংশীদার তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বভারতীতেও নিরবচ্ছিন্ন ওয়াই-ফাই সংযোগের সুবন্দোবস্ত করা হোক। আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের বেতনভোগীদের বেতনের ১০% অনুদানের ভিত্তিতে একটি অনুদানপুষ্ট আমানত (Corpus Fund) গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের একমাসের বেতন এই আমানতে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের মাসিক বেতনের খুব সামান্য অংশ অনুদানের এই প্রস্তাব নানাসময় তোলা হয়েছিল, এবং তা একবাক্যে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। যখন সপ্তম বেতন কমিশনের বকেয়া প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার সুযোগ এল তখনও আরেকবার এই প্রস্তাব দেওয়া হয়; এবং তা বকেয়া-প্রাপকদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। 'কষ্টার্জিত ও ন্যায্য উপার্জন' থেকে অর্থ-অনুদানের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার পিছনে হয়তো বিশেষ যুক্তি ছিল, কিন্তু তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছাত্র ও অন্য সাহায্যার্থীদের দাবিগুলো সমস্যাচ্ছন্নই রয়ে গেল। এতেই স্পষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থের একমাত্র উৎস বলতে হাতে রইল শুধু মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক। এটা এখন সবার জানা কথা

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সাহায্য ক্রমশ কমে আসছে এবং তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়ের নতুন নতুন পথ খুঁজে দেখার দায়িত্ব এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরই বর্তাচ্ছে। তবু এই অবস্থাতেও আমাদের ক্যাম্পাসে ওয়াই-ফাই সংযোগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেছিল মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক। তবে অপ্রতুল অর্থের কারণে বাধ্য হয়েই ওয়াই-ফাই সংযোগের দৈনন্দিন সময়সীমা আমাদের কিছুটা বেঁধে দিতে হয়েছে। দৈনিক চব্বিশ ঘন্টা এই পরিষেবা দিতে হলে আমাদের চেষ্টাতেই অতিরিক্ত অর্থ-সংস্থান করতে হবে; এবং তাহলেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যদের দীর্ঘদিনের একটা দাবি পূরণ করা সম্ভব হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এই কাজটা আমরা সহজেই করতে পারি। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংকটাপন্ন দীন-দরিদ্রদের ত্রাণ-সাহায্যের কাজ আমরা শুরু করেছি গত ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখ থেকে। এখনও সপ্তাহে দু'দিন করে এই ত্রাণের কাজ আমরা অব্যাহত রাখতে পেরেছি; এবং কমপক্ষে চারশো পরিবারের হাতে প্রতিসপ্তাহে আমরা ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছি। এটা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের কথা যে আমাদের এই ত্রাণের কাজ চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবেই। সর্বোপরি, এই কাজ করে যেতে পারছি সেইসব দাতাদের স্বেচ্ছাদানের উপর নির্ভর করে যাঁরা বিশ্বভারতীর ভালমন্দের শরিক এবং প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দের বিষয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন। সম্প্রতি আমরা বীরভূমের এক বীরসন্তান— প্রয়াত রাজেশ ওরাং-এর পরিবারের জন্য অর্থসংগ্রহ শুরু করেছি, যিনি দেশের জন্য উত্তর-সীমান্তে তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। এইসব অর্থসাহায্য-অভিযান আমাদের অনেকটা অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের প্রায় সব সহকর্মী, যাঁরা এই স্বেচ্ছা-অনুদান করেছেন, তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি এই প্রসঙ্গগুলি এখানে উত্থাপন করলাম কেবল এটা বোঝাতে যে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

৫। ভারত এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় আমাদের প্রাক্তনী সঙ্ঘ কার্যত একটি নিষ্ক্রিয় সংগঠন হয়েই রয়ে গেছে। দেশ-বিদেশের সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক পরিস্থিতির দিকে নজর করলে দেখা যায় সেখানকার প্রাক্তনীসঙ্ঘ যথেষ্ট সক্রিয় ও কার্যকর, এবং প্রাক্তনীসঙ্ঘের তহবিল ও অনুরূপ অন্যান্য তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার কল্যাণসাধক কাজে ব্যবহার করে থাকে। আমরা আমাদের প্রাক্তনীসঙ্ঘের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। বিশ্বভারতীর ছাত্রকল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের স্বার্থে এই পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ার জন্য এবং আর্থিক সহযোগিতার জন্য আমি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রত্যাশা করছি।

৬। আমাদের সাফল্য:

ভারতের গুটিকয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশ্বভারতী অন্যতম যে মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের কাছ থেকে প্রাপ্য সপ্তম বেতন কমিশনের বকেয়া অর্থের সম্পূর্ণটাই হাতে পেয়েছে।

সম্প্রতি আমরা ক্যাম্পাসের মধ্যে গজিয়ে ওঠা ক্ষতিকর পার্থেনিয়াম আগাছা নির্মূলীকরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কাজটা খুব জরুরি ছিল কারণ পার্থেনিয়ামের দ্রুত বিস্তার স্বাস্থ্যগত দিক থেকে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ক্যাম্পাসে প্রতিমাসের সাফাই অভিযান আমাদের একত্রিত হওয়ার একটা সুযোগও করে দেয়।

মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনার মর্যাদাপূর্ণ আচার্যের আসনটিতে মনোনয়নের ক্ষেত্রে আমরা একটু বৈচিত্র্য এনেছি। এই বৈচিত্র্যসাধনের মাধ্যমে আসলে বিশ্বভারতী গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আশ্রমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের বদ্ধসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে।

নিয়মিতভাবে আয়োজিত বিশ্বভারতী বক্তৃতামালা(এযাবৎ ১৯টি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের চিন্তাভাবনা জানবার ও বোঝবার সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ-মোতাবেক ২০১৯ সালের পৌষ-উৎসব নির্ধারিত চারদিন মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিশ্বভারতী ও রাজ্য সরকারের যৌথভাবে আয়োজিত ২০২০-র বসন্তোৎসবের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ তখন কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপের কারণে সেই উৎসব-আয়োজনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সংবরণ করতেই হয়; এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতি আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বভারতীর পরিদর্শক মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি থেকে আমাদের ২০১৯ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানটিকে গৌরবান্বিত করেন।

সংস্কারের পর দীর্ঘদিন বাদে ২০১৯ সালেই শ্যামলী বাড়ির পুনঃদ্বারোন্মোচন করেন ভারতের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি মহোদয়। এই সংস্কারের ফলে বিশ্বভারতী এমন

একটি স্মৃতিপূত গৃহ পুনরায় উন্মোচন করল যেখানে শুধু গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই নন, মহাত্মা গান্ধীও শান্তিনিকেতন সফরকালে অবস্থান করেছিলেন।

একথা মানতেই হবে যে এনআইআরএফ-এর মানদণ্ডে বিশ্বভারতীর স্থান-অবনমনের জন্য 'বহির্বর্তীদের দৃষ্টিকোণে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি' অবশ্যই একটি কারণ। এই 'ভাবমূর্তি'র প্রশ্নে আমরা এতটাই সাংঘাতিক রকম কম নম্বর পেয়েছি যা গভীর উদ্বেগের বিষয়(এমনকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, যারা মোটের উপর বিশ্বভারতীর তুলনায় অনেক নীচে স্থান পেয়েছে তারাও এইক্ষেত্রে অনেক বেশি নম্বর পেয়েছে!)। আমি আমার প্রথম বার্তালাপে উল্লেখ করেছিলাম, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে; তা নাহলে বিশ্বভারতীর অবনমন রোধ করা যাবে না। আশা করতেই পারি, সমষ্টিগত প্রয়াসে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে নিতে পারলে নিশ্চয় আমরা ভাল ফল করতে পারব, কেননা অন্য মানদণ্ডগুলিতে বিশ্বভারতী যথেষ্ট ভাল করেছে। যে জায়গাগুলিতে আমাদের ফল খারাপ হয়েছে সেগুলিতে সাবলীলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের মানসিকতাকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হবে। সেরকম কিছু ক্ষেত্র নীচে উল্লিখিত হল:

ক) ২০১৯ পর্যন্ত অডিট রিপোর্টে ৪৬টি নানাধরনের বিচ্যুতি ও অপকর্মের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যস্থতায় আপত্তি-অভিযোগের সংখ্যা ২২টিতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে; এবং আশা করা যায় ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সেই সংখ্যা ১৯-এ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

খ) 'কমিউটিং বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা মালিন্যমুক্ত হতে পারে একমাত্র যদি আমরা আমাদের অন্নদাতা ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির উৎস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন করে নিবেদিতপ্রাণ হতে পারি।

আমি আবারও বলতে চাই, আমার এই অন্তরঙ্গ বার্তালাপের লক্ষ্য শুধু কথার বিলাস নয়। আমি মনে করি বিশ্বভারতীর সমস্যাগুলো অবিলম্বে জনপরিসরে আনা দরকার, তা নাহলে এনআইআরএফ-এর মানদণ্ডে আবারও তার অবনমন রোধ করা যাবে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সচেষ্ট না হলে ন্যাক মূল্যায়নে আমাদের মান(বি+) সম্ভবত যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিহানির আরেকটি কারণ, তা উন্নীত করা যাবে না। প্রথম আলাপেই আমি যেমন বলেছিলাম— বিশ্বভারতী প্রশাসনের হাতে এমন কোনও আলাদীনের আশ্চর্যপ্রদীপ নেই যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতচিহ্নগুলি তৎক্ষণাৎ

নিরাময় করা সম্ভব। তবু আমার বিশ্বাস আছে তাঁদের প্রতি যাঁরা প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দ সম্পর্কে ভাবেন; এবং বিশ্বাস করি তাঁরা নিশ্চয় নিঃসংশয়ে গুরুদেবের সর্বাপেক্ষা মহতী প্রকল্প এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য কঠোর শ্রম স্বীকার করবেন।

আমি বরাবর যেমন বলে থাকি তেমনই আবার বলছি, সামাজিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত থেকে আপনারা সবাই শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলুন এবং নিরাপদ থাকুন।

আস্থা রাখুন নিজেদের উপর।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী 26/03

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

•বিশ্বভারতী•
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India